

আলোর গল্প, ভালোর গল্প ■ ১

মাহসী বালক



ড. মো. ইব্রাহীম খলিল

গার্ডিয়ান

সূচিপত্র

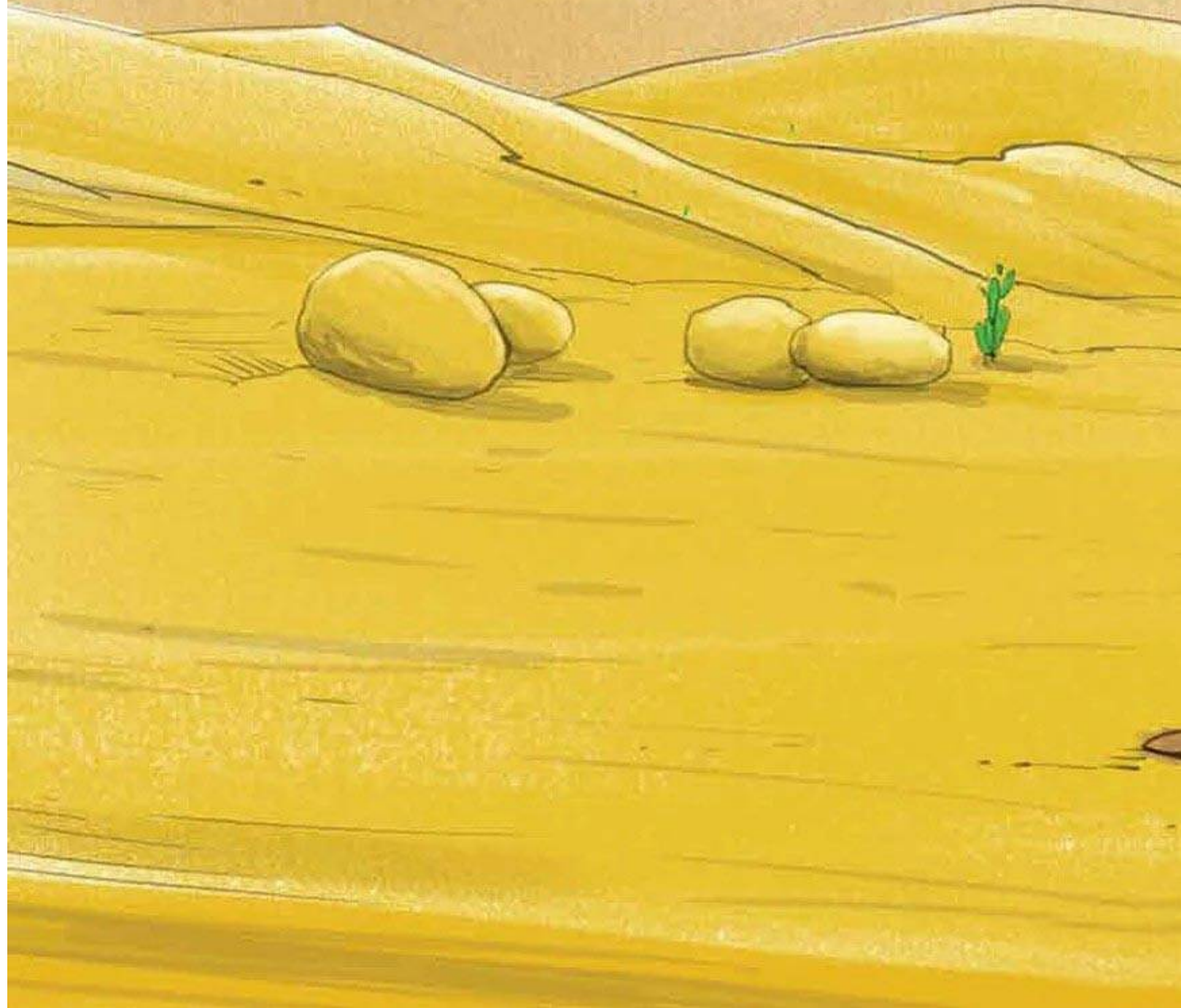
সাহসী বালক	৪
সবচেয়ে দামি উপহার	১৮
ছেলেটি কার	৩০
কাবিল ও এক জোড়া কাক	৪১

সাহসী বালক

হাজেরা অনেক অবাক হলেন। অনেকক্ষণ তাঁর
চোখে পলক পড়ল না। তিনি ইবরাহিম আলাইহিস
সালামের দিকে চেয়ে থাকলেন।

: কোথায় যাব আমরা? ইসমাইলকে বুকে চেপে ধরে
জানতে চাইলেন তিনি।

ইবরাহিম সবকিছু খুলে বললেন না। শুধু বললেন :
ইসমাইলকে নিয়ে আমার সাথে চলো।





ছোট শিশু ইসমাইল। মা হাজারার চোখের মণি। বাবা ইবরাহিমের কলিজার টুকরো।

তাকে নিয়ে বাবেলের বাড়ি ছেড়ে কোথায় যেতে হবে?

হাজারার মনে অনেক কথা। হয়তো অনেক অভিমানও। কিন্তু তিনি কোনো কথা বললেন না। অভিমানও দেখালেন না। শিশু ছেলেকে বুকে চেপে বিসমিল্লাহ বলে পা বাড়ালেন।

শিশু ইসমাইল মায়ের কোলে চড়ে ঘর ছাড়লেন। সাথে তাঁর মহান বাবা। কোথায় যাবেন, জানা নেই। সাথে আর কেউ নেই। মাত্র তাঁরা তিনজন।

চলার পথও ছায়াঢাকা, মায়াঘেরা নয়। মরুভূমি আর মরুভূমি। মাঝে মাঝে ঘাসহীন পাথুরে পাহাড়। অনেক দূরে দূরে দু-একটা মরুদ্যান। মাথার ওপর ঝকঝকে রোদ। পায়ের নিচে গরম বালু। মরুজাহাজ উটে চড়ে তাঁরা চলেছেন অজানায়।

হাজারা জানতে চাননি, কোথায় যেতে হবে? স্বামী ইবরাহিম বলেছেন, এটাই যথেষ্ট।

তিনি তো জানেনই, তাঁর স্বামী আল্লাহর একজন নবি। নিজের ইচ্ছায় তিনি কিছু করেন না। আল্লাহর আদেশেই করেন।

আর ইবরাহিম আলাইহিস সালাম তো আগেই আদেশ পেয়েছেন।

তাই পথের কষ্টে তাঁরা কাতর হলেন না। রোদের তাপ তাঁদেরকে কাবু করতে পারল না। বালুঝড়ের ভয়ে তাঁরা ভীত হলেন না। চোর-ডাকাতে ভয়ে পিছপা হলেন না। মাঝে মাঝে হামলে পড়া ভালুক বা নেকড়ের ভয়ও তাঁদেরকে থামাতে পারল না।

কোনো কিছু কেয়ার না করে তাঁরা চললেন। শিশু ইসমাইলের তো এত শত বোঝার কথা না। সে খুশি মা-বাবার সাথে বাইরে বের হতে পেরে। তোমরাও যেমন এভাবে বেড়াতে পারলে খুশি হও।

আলোর গল্প, ভালোর গল্প সিরিজ ■ ২

তারা সাতজন ও একটি কুকুর



ড. মো. ইব্রাহীম খলিল

গার্ডিয়ান

সূচিপত্র

তারা সাতজন ও একটি কুকুর	৪
তারা তিনজন	১৬
পাথর চাপা গুহায়	২৮
আবাবিল ও আবরাহা	৩৮

তারা সাতজন ও একটি কুকুর

দেসিয়াসের খুবই রাগ
হলো। রোমানদের রাজা
সে। তার কথায় পুরো
রাজ্যের সবাই ওঠে
আর বসে। তাকে মেনে
চলে। তাকে ভয় পায়।
তার রাজ্যে নবি ঈসার
কথা চলে না। নবি
ঈসার আল্লাহর কথাও
চলে না। যারা নবি
ঈসার কথা বলে,
আল্লাহর কথা বলে,
তাদের তিনি ভয়ানক
শাস্তি দেন।





অথচ মাকতিমিলিনা, মারনুশ, ইয়ামলিহা, মিশলিনা, সাজনুশ, দাবরানুশ ও সামোনোস এই সাত বন্ধু নাকি তাকে মানে না! আল্লাহকে মানে! নবি ঈসার কথা সবাইকে বলে!! এত সাহস সাত বন্ধুর? এত স্পর্ধা তাদের?

দেসিয়াস রাগে টগবগ করে ফুটতে থাকে। চিৎকার করে সেনাবাহিনীকে আদেশ করে : ওদেরকে ধরে নিয়ে এসো। শূলে চড়িয়ে আমি ওদেরকে খুন করব।

দুই.

সেনাবাহিনী ছুটল যুবকদেরকে ধরতে। কীভাবে কীভাবে যেন জেনে গেল যুবকেরা। জীবন বাঁচাতে তারা ছুটল গভীর বনের দিকে। তাদের সাথি হয়ে ছুটল একটি কুকুর। শহর ছেড়ে, জনপদ ছেড়ে তারা বনের গভীর থেকে আরও গভীরে ঢুকে গেল। সেখানে গিয়ে পেল একটি গুহা। তাদের কাছে গুহাটিকে খুব নিরাপদ মনে হলো। তারা সেটির ভেতরে গেল। বেশ সুন্দর, মনোরম একটি গুহা। অনেক দূর থেকে তারা এসেছে। এসেছে ছুটতে ছুটতে। ধরা পরার ভয়, মেরে ফেলার ভয় নিয়ে ছুটেছে। তখন ক্লান্তি তাদেরকে কাবু করতে পারেনি। এখন যখন গুহায় এসে একটু বসার সুযোগ পেল, রাজ্যের ঘুম নেমে এলো চোখে। কোনো কিছু না ভেবেই গুহার ভেতর তারা শুয়ে পড়ল। গভীর ঘুমে তলিয়ে গেল তারা। কুকুরটি গুহার মুখে বসল। সেও ঘুমিয়ে পড়ল।

জায়গাটির নাম রাকিম।

আলোর গল্প, আলোর গল্প সিরিজ • ৩

হলুদ গাভির গল্প



ড. মো. ইব্রাহীম খলিল

গার্ভিয়ান

সূচীপত্র

কে বেশি জানে	৪
অহংকারী কারুন	১৮
হলুদ গাভির গল্প	৩১
মুসা আলাইহিস সালামের লাঠি	৪৫

কে বেশি জানে

মুসা আলাইহিস সালাম
ইসরাইল জাতির
লোকদের নিয়ে বসে
ছিলেন। কথা
বলছিলেন। উপদেশ
দিচ্ছিলেন। তাদের
সমস্যার সমাধান
করছিলেন। এর মধ্যে
একজন জানতে চাইল :
হে আল্লাহর নবি,
সবচেয়ে বেশি জানে
কে?

তিনি বললেন : আমি।





‘আমি
সবচেয়ে বেশি
জানি’—এমন
কথা এভাবে
বলতে হয় না।
কারণ, কোনো
মানুষ কখনোই
সবচেয়ে বেশি
জানে না,
জানতে পারে
না।

নবির জবাব ভুল ছিল না। তিনি আল্লাহর রাসূল। আল্লাহ তাঁকে
কিতাব দিয়েছেন। ভালো-মন্দের জ্ঞান দিয়েছেন। তাঁর সাথে
কথা বলেছেন। যেকোনো অসুবিধায় তাঁকে সাহায্য করেছেন।
তাঁর জন্য ওহির দরজা খোলা রেখেছেন।

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জানার কথা তাঁরই। নবি মুসা
সেটাই বলেছেন। তাঁর বলার মধ্যে গর্ব ছিল না। অহংকার
ছিল না। তোমরা তো জানোই, আল্লাহর কোনো নবিই
অহংকারী ছিলেন না। তিনিও না। সকল নবির মতো তিনিও
ছিলেন বিনয়ী।

কিন্তু আল্লাহ তায়াল্লা তো নবিদেরকে মানুষের শিক্ষক বানিয়ে
পাঠিয়েছেন। তাঁদের মাধ্যমে মানুষকে শিখিয়েছেন। তাই
তাঁদের মধ্যে তিনি কোনো ছোটোখাটো ভুলও রাখেননি;
সংশোধন করে দিয়েছেন। কোনো আচরণকেই তুচ্ছ মনে করে
ছেড়ে দেননি; ঠিক করে দিয়েছেন।

মুসা আলাহিস সালামের এ জবাবের ব্যাপারেও তা-ই হলো।
‘আমি সবচেয়ে বেশি জানি’—এমন কথা এভাবে বলতে হয় না।
কারণ, কোনো মানুষ কখনোই সবচেয়ে বেশি জানে না, জানতে
পারে না। হয়তো কেউ কোনো একটি বিষয় ভালো জানে।
দেখা যাবে, অন্য একটি বিষয়ে সে হয়তো কিছুই জানে না।

আল্লাহ তায়াল্লা মুসা আলাহিস সালামকে হাতেকলমে শেখাতে
চাইলেন। আদেশ করলেন : সাগরের তীরে যাও। সাথে একটি
ভাজা মাছ নিয়ে নিয়ো। ভাজা মাছটি সাগরের যেখানে গিয়ে
জীবিত হয়ে যাবে; ভাজা মাছটি জীবিত হয়ে সাগরের যে
জায়গা দিয়ে পানিতে লাফিয়ে পড়বে, সেখানে আমার এক
বান্দাকে পাবে তুমি। তাঁর নাম খিজির। তুমি তাঁর সাথে থাকবে
এবং তাঁর নিকট থেকে কিছু শিখে আসবে।

নবি মুসা আল্লাহর আদেশ মাথা পেতে নিলেন।

আলোর গল্প, ভালোর গল্প ■ ৪

আজব আজাব



ড. মো. ইব্রাহীম খলিল

গার্ডিয়ান

সূচিপত্র

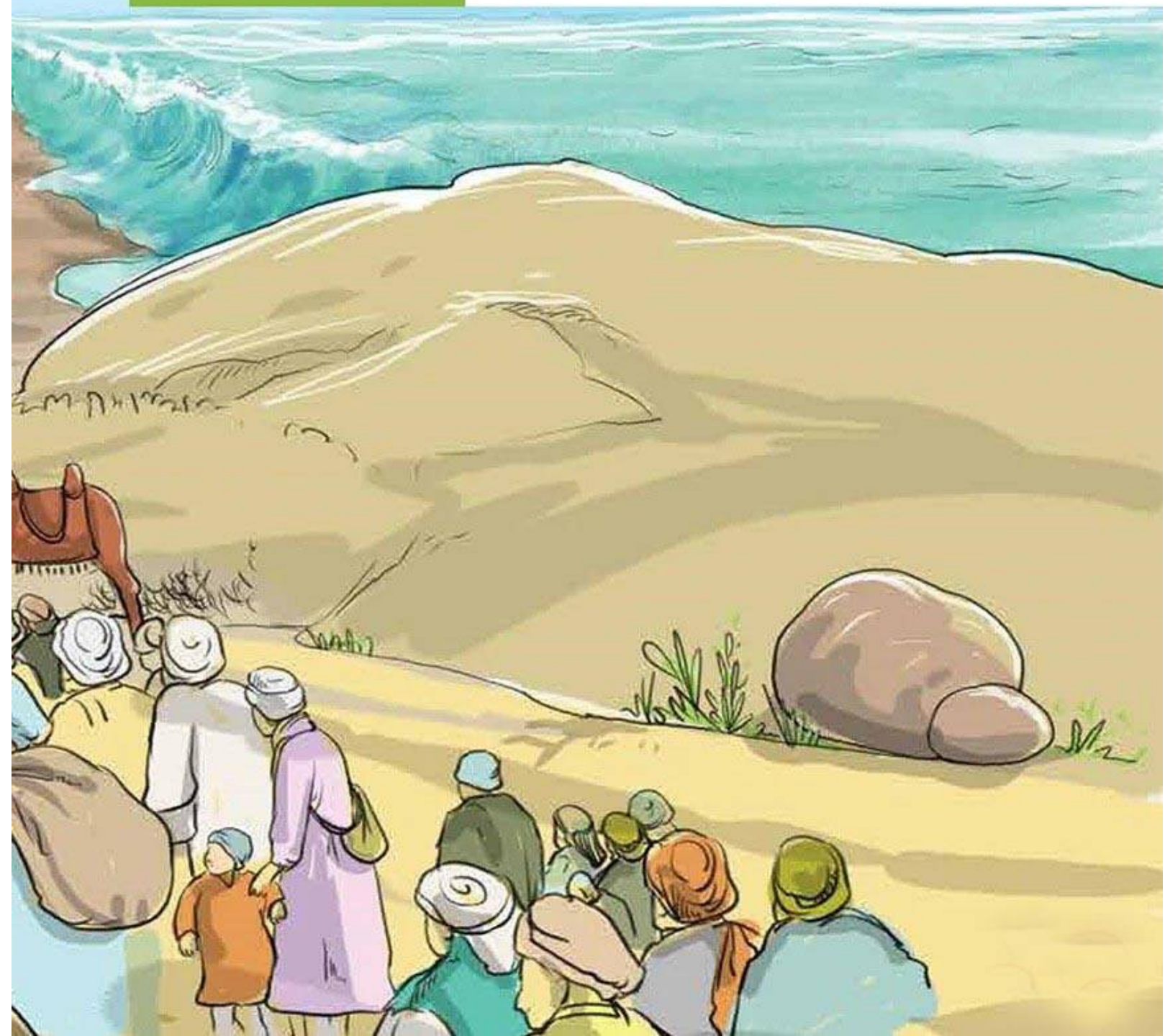
আজব আজাব	৫
সামেরির সোনার গাভি	১৮
বনি ইসরাইলের জেলেরা	৩১
বিশ্বয় বালক	৪৫



আজব আজাব

মুসা আলাইহিস সালাম ছিলেন আল্লাহর রাসূল।
তিনি এসেছিলেন মহা জালিম রাজা ফেরাউনের
কাছে। এসেছিলেন রাজার জুলুম থেকে ইসরাইল
জাতিকে বাঁচাতে।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হচ্ছিল না। ফেরাউন জুলুম
আরও বাড়িয়ে দিলো।





ইসরাইল জাতির লোকেরা নবিকে বলল : কী লাভ হলো আমাদের? আপনি আসার আগে আমরা যেমন নিপীড়িত হতাম, এখন হচ্ছি তার চেয়েও বেশি। আমরা তো মনে হয় কখনোই মুক্তি পাব না।

: হতাশ হয়ে না। আল্লাহর সাহায্য খুবই কাছে। মুসা আলাইহিস সালাম তাদের আশা দেন।

নীরবে হাত তোলেন আল্লাহ তায়ালার দরবারে : হে আল্লাহ! ফেরাউন ও তার জাতির জুলুম থেকে ইসরাইল জাতিকে আপনি বাঁচান।

আল্লাহ তাঁর নবির হাত ফিরিয়ে দেন না। ফেরাউন ও তার জাতির ওপর নেমে আসে বহুবিধ আজাব।

দুই.

ফেরাউন ও তার জাতির ফসলের খেত হঠাৎ নষ্ট হয়ে যায়। খাবারের ভীষণ অভাব তৈরি হয়। এমন ভয়ানক সময়ে ইসরাইল জাতির খেতখামারে কোনো অসুবিধা হয় না। তারা খাবারের কষ্টও পায় না। ফেরাউনদের দাস হয়েও তারা থাকে নিরাপদে ও আরামে।

ফেরাউন বুঝতে পারে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আজাব। তারা তখন মুসা আলাইহিস সালামের কাছে যায়। বিনীতভাবে বলে : হে মুসা! তুমি তোমার রবের নিকট দুআ করো। তিনি যদি আমাদের ওপর থেকে আজাব সরিয়ে নেন, আমরা তাহলে তোমার ওপর ঈমান আনব। ইসরাইল জাতিকেও তোমার সাথে যেতে দেবো।

মুসা আলাইহিস সালাম দুআ করেন। তাদের নষ্ট খেত ঠিক হয়ে যায়। খাবারের অভাব দূর হয়ে যায়; কিন্তু তারা তাদের কথা রাখে না। নবির ওপর ঈমান আনে না। ইসরাইল জাতিকে তাঁর সাথে যেতে দেয় না; বরং নতুনভাবে তাদের ওপর নিপীড়ন শুরু করে।

আলোর গল্প, ভালোর গল্প সিরিজ ■ ৫

আবু তালহার মেহমান



ড. মো. ইব্রাহীম খলিল

গার্ডিয়ান

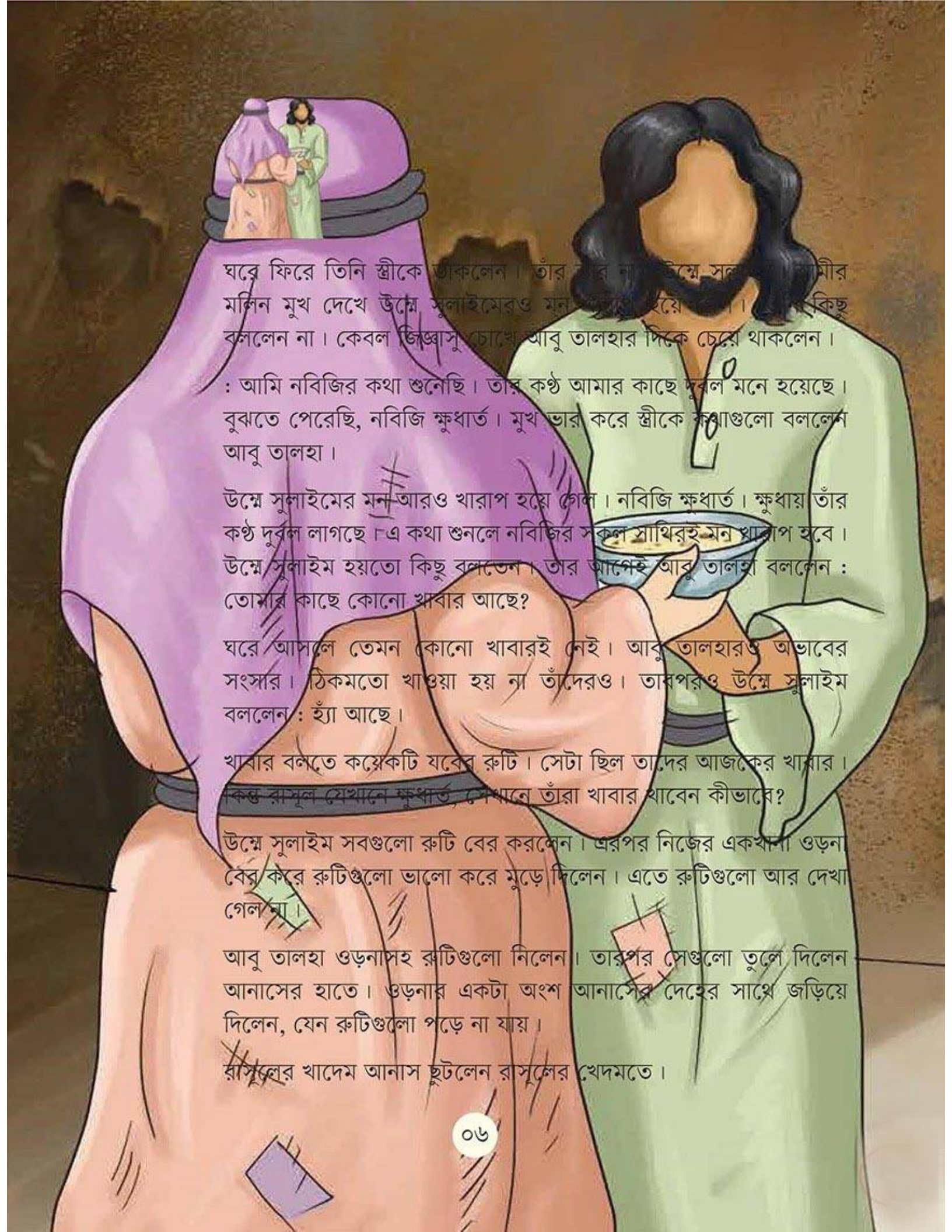
সূচিপত্র

আবু তালহার মেহমান	৫
কেমন করে আজান এলো	১৩
পানি অফুরান	২৩
হতভাগা হিরাকল	৩৩



আবু তালহার মেহমান

আবু তালহার মন খুব খারাপ। কিছুক্ষণ আগে তিনি আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট থেকে এসেছেন। তাঁর সাথে রাসূলের খাদেম আনাস ইবনে মালেক। রাসূলের নিকট থেকে কেউ মন খারাপ করে ঘরে ফেরে না। আবু তালহার মন খারাপের কারণ আলাদা।



ঘরে ফিরে তিনি স্ত্রীকে ডাকলেন। তাঁর কণ্ঠে তাঁর নাম উঠে, সুলাইমের মলিন মুখ দেখে উঠে, সুলাইমেরও মন খুঁতখুঁত হয়ে গেল। কিন্তু বললেন না। কেবল জিজ্ঞাসা চোখে আবু তালহার দিকে চেয়ে থাকলেন।

: আমি নবিজির কথা শুনেছি। তাঁর কণ্ঠ আমার কাছে দুর্বল মনে হয়েছে। বুঝতে পেরেছি, নবিজি ক্ষুধার্ত। মুখ ভার করে স্ত্রীকে কথাগুলো বললেন আবু তালহা।

উঠে সুলাইমের মন আরও খারাপ হয়ে গেল। নবিজি ক্ষুধার্ত। ক্ষুধায় তাঁর কণ্ঠ দুর্বল লাগছে। এ কথা শুনলে নবিজির সকল সাথিরই মন খারাপ হবে। উঠে সুলাইম হয়তো কিছু বলতেন। তার আগেই আবু তালহা বললেন : তোমার কাছে কোনো খাবার আছে?

ঘরে আসলে তেমন কোনো খাবারই নেই। আবু তালহারও অভাবের সংসার। ঠিকমতো খাওয়া হয় না তাঁদেরও। তারপরও উঠে সুলাইম বললেন : হ্যাঁ আছে।

খাবার বলতে কয়েকটি যবের রুটি। সেটা ছিল তাদের আজকের খাবার। কিন্তু রাসূল যেখানে ক্ষুধার্ত, সেখানে তাঁরা খাবার খাবেন কীভাবে?

উঠে সুলাইম সবগুলো রুটি বের করলেন। এরপর নিজের একখানা ওড়না বের করে রুটিগুলো ভালো করে মুড়ে দিলেন। এতে রুটিগুলো আর দেখা গেল না।

আবু তালহা ওড়নাসহ রুটিগুলো নিলেন। তারপর সেগুলো তুলে দিলেন আনাসের হাতে। ওড়নার একটা অংশ আনাসের দেহের সাথে জড়িয়ে দিলেন, যেন রুটিগুলো পড়ে না যায়।

রাসূলের খাদেম আনাস ছুটলেন রাসূলের খেদমতে।